ইকুইটিবিডি অবস্থানপত্র, জুন ২৬, ২০১৪

জলবায়ু বিষয়ে সরকারের নিস্পৃহতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ভূল বার্তা দিতে পারে

১. প্রস্তাবতি বাজেট ২০১৪-১৫ঃ জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়ে সরকারের নীরবতা

গত ০৬ জুন ২০১৪ মাননীয় অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে ২৫০,৫০৬ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন। প্রতি বছর বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের (BCCTF-Bangladesh Climate Change Trust Fund) জন্য একটি সুনির্দিষ্ট থোক বরাদ্দ রাখা হলেও এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে এই খাতে কোন বরাদ্দের প্রস্তাব তিনি করেননাই। উল্লেখ্য, এই অর্থমন্ত্রী মহোদয়ই ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত একটি অতি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য আমাদের বড় আকারে তহবিল প্রয়োজন, যার জন্য বৈদেশিক সাহায্য সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে। সেই দিক বিবেচনা করেই ঐ অর্থবছরে (২০০৯-১০) এই তহবিলে আরও ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়। পাশাপশি বলা হয়, জলবায়ু অর্থায়নে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং এ কারণে ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়ন ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখা হবে। অথচ আমরা হতাশভাবে লক্ষ্য করছি, অর্থমন্ত্রী তার অঙ্গীকার থেকে সরে এসেছেন এবং চলতি বাজেটে কোন অর্থ বরাদ্দ তো দেনইনি, বরং ভবিষ্যতে তিনি এ বরাদ্দ আরও কমানোর কথা বলেছেন, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

২. ট্রাস্ট ফান্ডের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অতি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসাবে বাংলাদেশের জন্য অগ্রাধিকার বিষয়গুলো হচ্ছে, অভিযোজন কর্মসুচিতে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করা। আমরা দেখেছি, এখানে অর্থায়ন করতে দাতাদের অনিচ্ছাই বেশি এবং ২০০৭ সালে তারা যে তহবিল গঠন করে এবং বর্তমানে যার (BCCRF) বাস্তবায়ন চলছে তার বেশিরভাগ অর্থায়নই হচ্ছে মিটিগেশন বা প্রশমন বিষয়ক কর্মসূচি। দাতাদের এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবন করে আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে তখনই নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য তহবিল গঠনের দাবি জানাই এবং তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই দাবিকে বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় বাজেট থেকে অর্থায়নের (৩০০ কোটি টাকা) মাধ্যমে জলবায়ু পবিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে। বর্তমান অর্থমন্ত্রীও তখন নাগরিক সমাজের দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বক্তব্য দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ তার এই নিরবতা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য অর্থায়নের বিষয়টি এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিবে বলে আমরা আশংকা করছি।

৩. ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়ন ও কর্মসুচি বাস্তবায়ন বৈশ্বিকভাবে বাংলাদেশের জন্য উদাহারণ

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের আরও একটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার প্রণীত জলবায়ু পরিবর্ত কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিজস্ব অর্থায়নের গতি অব্যাহত রাখা। আপনারা জানেন, পঞ্চবার্ষিক পরকল্পনায় ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার কৌশল হিসাবে বিসিসিএসএপি-২০০৯ কেই নীতি-নির্ধারণী দলিল হিসাবে স্বীকার করে বলা হয়েছে, এর ভিত্তিতেই বিভিন্ন মন্ত্রণালয় জলবায়ু বিষয়ক প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করবে। বিগত বছরগুলোতে এ কারণেই ধারাবাহিকভাবে দেখা যাচ্ছে, মন্ত্রণালয়গুলো জলবায়ু কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে এই ট্রাস্ট ফান্ড থেকেই প্রাথমিক অর্থায়ন গ্রহণ করছে।

এই তহবিল থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ২০৭টি প্রকল্পের জন্য সর্বমোট ১৯০৫.৬০ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন এনজিও প্রকল্পে মোট ২৫.৬০ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে এত অল্প সময়ে সরকারের পক্ষে সংস্থান করা সম্ভবপর ছিল না। কারণ, বেশিরভাগ অর্থই বরাদ্দ করা হয়েছে অভিযোজন বিষয়ক প্রকল্পে। এটা বাংলাদেশের জন্য একটা উদাহরণ এই কারণে যে, অভিযোজন কর্মসূচিতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে দাতাদের অনীহার বিষয়টি আমরা দেখে আসছি এবং দেখছি। তদুপরি, আমরা যদি দাতাদের পরিচালিত জলবায়ু তহবিলের বর্তমান অগ্রগতির দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যাবে, সেখানে এ পর্যন্ত সেখানে মাত্র ১৮৬ মিলিয়ন ডলার এসেছে, কিন্তু এর সব অর্থ বিতরণ করা সম্ভব হয়নাই। কারণ, এ অর্থ দাতাদের অন্তর্নিহিত স্বার্থ রক্ষা নিশ্চিত না করে ছাড় করা হবে না।

৪. জলবায়ু অর্থায়নে সরকারের এই নিস্পৃহতার ফল কী হতে পারে?

ক. বাংলাদেশ সম্পর্কে বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের নিকট ভুল বার্তা দিতে পারেঃ জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশই প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী দেশ, যে নিজস্ব সম্পদের মাধ্যমে এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেছে এবং এর দেখাদেখি বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশ নিজেদের অর্থায়নে জলবায়ু তহবিল গঠন করেছে এবং সুষ্ঠুভাবেই এ তহবিল থেকে অনেক কর্মসুচি বাস্তবায়ন করছে। এ অবস্থায় সরকার যদি জলবায়ু তহবিলে অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে তাহলে স্বভাবতই তা বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হবে এবং কার্যত জলবায়ু তহবিল নিয়ে অব্যবস্থাপনার যে অভিযোগ সরকারের দিকে উঠেছিল তা প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাবে। এ সুযোগটি নিতে পারে বিশ্বব্যাংক, এডিবি'র মত বহুজাতিক ঋণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, যারা দীর্ঘদিন ধরে জলবায়ু তহবিলগুলোর উপর নিজেদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দাবি করে আসছে।

খ. বিসিসিএসএপি'র কর্মপরিকল্পনা সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের সাথে সম্পর্কিতঃ উল্লেখ্য যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কৌশল হিসাবে সরকার বিসিসিএসএপি-২০০৯কে নীতি-নির্ধারণী দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর জোর দিয়েছে। যে কারণে বর্তমান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জলবায়ু মোকাবেলায় নতুন কোন কর্মসূচি আসলে নাই এবং এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কোনও আর্থিক প্রাক্কলন এমনকি সুনির্দিষ্ট কোন অর্থ বরাদ্দের পরিমাণও নির্ধারণ করা নাই।

পক্ষান্তরে, বিসিসিএসএপি-২০০৯ এ উক্ত বিষয়ে একটি আর্থিক প্রাক্কলন (প্রথম দুই বছরের জন্য ৫০ কোটি ডলার এবং পাঁচ বছরের জন্য ৫০০ কোটি ডলার) করা হয়, যার ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়সমুহ প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করে আসছে। সূতরাং আমরা মনে করি, সরকারের বিসিসিএসএপি-২০০৯ কে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন জোরদার করার জন্যই জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। তাছাড়া এটা মনে করার কোন কারণ নেই, জলবায়ু বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে দাতারা অর্থের যোগান দিবে। কারণ, বিগত বছরগুলোতে দাতারা তাদের নিজস্ব চ্যানেলের মাধ্যমে মাত্র ১৮৬ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করতে পেরেছে যা আমাদের চাহিদার তুলনায় খুবই নগণ্য, আবার এ অর্থের বরাদ্দ নেওয়ার ক্ষেত্রেও আছে অনেক জটিলতা। সূতরাং, জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডে অর্থ বরাদ্দে সরকার যদি অনীহা দেখায় তাহলে জলবায়ু সংক্রান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নই শুধু ব্যাহত হবে না বরং সরকারের মূল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাই বাধাগ্রস্থ হবে এবং অতিরিক্ত ক্ষতি হিসাবে ভবিষ্যত জলাবায়ু প্রভাব মোকাবেলার খরচ আরও বাড়তে পারে।

গ. জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে দাতাদের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাবেঃ মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডে ভবিষ্যতে বরাদ্দ কমতে থাকবে এবং পরিবর্তে উন্নয়ন সহযোগী দেশসমুহের অর্থায়নে গঠিত রেজিলিয়েন্স ফান্ড বৃদ্ধির উদ্যোগ জোরদার করা হবে। আমরা মাননীয় অর্থমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করছি। কারণ আমরা দেখে আসছি, রেজিলিয়েন্স ফান্ডের অর্থ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের প্রকৃত অভিযোজন

চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমাদের চাহিদা এবং সময় অনুযায়ী তা দেওয়াও হয়না। তাছাড়া দাতারা ইতিমধ্যেই রেজিলিয়েন্স ফান্ডে অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শর্ত জুড়ে দেয়া শুরু করেছে, যা মানতে গেলে কর্মসুচির আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হওয়ার আশংকা রয়েছে। আবার এটা খুবই হাস্যকর বিষয় যে, দাতারা অতীতের প্রদানকৃত বিভিন্ন উন্নয়ন বরাদ্দকে জলবায়ু বরাদ্দ হিসাবে চালিয়ে দায় এড়ানোর চেষ্টা করছে। এ অবস্থায় যেহেতু আমাদের অভিজোযন চাহিদা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে এর ব্যাপ্তি আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সুতরাং কোন অবস্থাতেই জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দাতানির্ভরশীল হওয়া যাবে না। তাতে ভবিষ্যত বিপদ বাড়ার আশংকা রয়েছে।

ঘ. জলবায়ু অর্থায়নের নামে দেশকে ঋণগ্রস্ত করা সরকারের উচিৎ নয়: রেজিলিয়েন্স ফান্ডের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে দাতাদের অন্তর্নিহিত কৌশল হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দেশে তাদের স্বার্থ নিশ্চিত করা। অর্থাৎ তাদের স্বার্থ নিশ্চিত না হলে তারা কখন কাউকে অর্থ দিয়েছে এমন উদাহরণ নাই। আমরা দেখেছি, ২০০৭ সালে জলবায়ু পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যুক্তরাজ্য সরকার ৭৫ মিলিয়ন ডলার দিতে চাইলেও আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে এই তহবিলের মালিকানা সরকারের কাছে রাখার দাবি তুললে পরবর্তীতে আমাদেরকে সেই অর্থ আর দেওয়া হয় নাই। তাছাড়া রেজিলিয়েন্স ফান্ডের টাকা অনুদান হিসাবে বলা হলেও এই টাকা খরচের ব্যাপারে চাপিয়ে দেয়া কৌশল আমাদের স্বার্থ-পরিপন্থী। কারণ, এই অনুদানের টাকার বেশিরভাগ খরচ হয় প্রশমন কর্মসূচিতে তথাকথিত 'সম্ভাব্যতা যাচাই' এবং 'কর্মকৌশল প্রণয়ন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ' বাবদে। ফলে, মূল প্রকল্প বাস্তবায়নে শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে বিশ্বব্যাংকের ঋণের উপর নির্ভর করতে হয় যা বিশ্বব্যাংকের আসল উদ্দেশ্য এবং আমরা তা কোনওভাবেই চাই না। তাছাড়া আমদের দেশে ইতিমধ্যে মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬২ ডলারের বেশি এবং এর সুদ পরিশোধ করতে আমাদের রাজস্ব আয়ের প্রায় ১৮% (৩১০৪৩ কোটি টাকা) হারে খরচ করতে হচ্ছে। সূতরাং, জলবায়ু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়টিকেও ঋণ নির্ভর করা কোনওভাবেই কাম্য নয়।

ঙ. **বৈশ্বিক আলোচনায় বাংলাদেশের অবস্থান দুর্বল হতে পারে:** আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি, আমাদের বর্তমান বন ও পরিবেশ মন্ত্রী জলবায়ু বিষয়টি নিয়ে প্রায় নিরব অবস্থায় রয়েছেন। আমরা সন্দিহান যে তিনি আসলে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করছেন, না কি ইচ্ছা করেই বিষয়টিকে অবহেলা করছেন? UNFCCC এর সমঝোতা প্রটোকল অনুসারে বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনায় সকল দেশের পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ই দেশের প্রতিনিধিত্ব করে। সেক্ষেত্রে আমাদের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের একটি কার্যকর ভূমিকা ও দায়িত্ব আছে, বিশেষ করে, নীতি-নির্ধারনী অবস্থান তৈরির ক্ষেত্রে সরকার, নাগরিক সমাজ এবং বৈশ্বিক চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। বাংলাদেশ যেহেতু জলবায়ু পরিকল্পনায় আন্তর্জাতিক অর্থায়ন পাওয়ার দাবিদার, সেক্ষেত্রে জলবায়ু তহবিলের এরকম অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি বিশ্ব আলোচনায় বাংলাদেশের অবস্থানকে দুর্বল করতে পারে এবং একইভাবে আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে সরকার ও নাগরিক সমাজের একীভূত যে প্রচেষ্টা এতদিন চলে আসছিল তাও বাধাগ্রস্থ হতে পারে বলে আমরা মনে করি।

৫. আমরা জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড বন্ধ নয় বরং এর গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহতামূলক ব্যবস্থাপনা চাই

বাজেট বক্তৃতায় সরকার জলবায়ু তহবিলে ভবিষ্যতে বরাদ্দ কমানোর কথা বলেছেন, যার অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যতে এই তহবিল হয়ত আর নাও চালু থাকতে পারে। কিন্তু কেন তিনি এটা বলেছেন, তার ব্যাখ্য দেননি। আমরা ধরে নিচ্ছি, অতীতে ট্রাস্ট ফান্ডের পরিচালনা বিশেষ করে প্রকল্প নির্বাচন ও অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে অনিয়ন দুর্নীতি নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে যে সকল অভিযোগ ও সমালোচনা হয়েছে সেটাকে তিনি আমলে নিয়েছেন এবং বাজেট বক্তৃতায় তার হয়ত প্রতিফলন হয়েছে। তবে অর্থমন্ত্রীর সেটা পরিষ্কার করা উচিৎ ছিল। আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে এর পরিষ্কার ব্যাখ্যা দাবি করছি।

জলবায়ু অর্থায়ন নিয়ে যে সকল অনিয়ম-দূর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল তা রোধ করতে আমরা জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের জন্য একটি গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতা সম্পন্ন ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়নের জন্য আমরা দাবি করেছিলাম। অনিয়ম দুর্নীতি দূর করার জন্য জলবায়ু তহবিল বন্ধ করা কোন সমাধান হতে পারে না, বরং দেশের জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিযোজন চাহিদা ও টিকে থাকার বিষয়টি অর্থমন্ত্রীকে গুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে এবং জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের সুষ্ঠু পরিচলান জন্য একটি গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতা সম্পন্ন ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরী করে এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিকল্পনা বাস্ড়বায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৬. ২০১৪-১৫ প্রস্তাবিত বাজেটে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডে অবশ্যই অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এর ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়ন নিয়ে অনেক কথা থাকতে পারে। কিন্তু এই তহবিল গঠনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ পরিকল্পনা, বিশেষ করে, বিসিসিএসএপি-২০০৯ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা জরুরি। আগেই উলে-খ করা হয়েছে যে, সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫০০ কোটি ডলার বা ৪০ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন, কিন্তু যোগান রয়েছে মাত্র ২,৫০০ কোটি টাকা। এরকম একটি পরিস্থিতিতে কোন সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই জলবায়ু তহবিলে অর্থ বরাদ্দ বন্ধ রাখা কোনওভাবেই কাম্য নয়।

তাই আমরা মনে করি, পঞ্চবার্ষিক পরকিল্পনার লক্ষ্য ও অভিযোজন কর্মসূচি সুষ্ঠু বাস্তবায়নের বিষয়টি উপকূলীয় অঞ্চলের কোটি কোটি জলবায়ু ঝুকিপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের টিকে থাকার প্রশ্ন এবং এর জন্য সরকারকে অবশ্যই চাহিদা অনুযায়ী ট্রাষ্ট ফান্ডের বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে এবং এটাই সরকারের নির্বাচনী ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার।

৭. দূর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করেন, তাহলে ট্রাস্ট ফান্ডে অর্থ বরাদ্দ কোন সমস্যাই নয়

বাংলাদেশে বর্তমানে দুর্নীতির দুটি ধারা রয়েছে। একটি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় করা হচ্ছে, যেমন রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংকসমুহে লুটপাট হচ্ছে, অথচ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না এবং অন্যটি রাষ্ট্রের প্রক্রিয়াগত দুর্বলতার কারণে সংগঠিত হচ্ছে। আমরা মনে করি, এ দুটি ধারাকে সমর্থন দিতেই সরকার জেনেশুনে নিরব ভূমিকা পালন করছে। আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমাদের অর্থমন্ত্রী রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকসমুহের জন্য ৫,০০০ কোটি টাকার পুঁজি পুনর্ভরণ বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই পুঁজি পুনর্ভরণ করতে হবে? উত্তর হচ্ছে, ব্যাংকগুলোতে যে আর্থিক লুটপাট হয়েছে এবং হচ্ছে তার পেছনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। আর সরকার জনগণের করের টাকায় জনগণের চাহিদা পূরণ না করে রাষ্ট্রীয় লুটপাটকে সমর্থন দেওয়ার জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রস্ড়াব করছেন। দুর্নীতি ও লুটপাটের কারণে সৃষ্ট পুঁজি সংকট সামাল দেওয়ার জন্য গত দুই অর্থবছরে সরকার এই রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকগুলোকে ১০,০৬৮ কোটি টাকা পুঁজি ভর্তুকি দিয়েছে অথচ দুর্নীতি ও লুটপাট নিয়ন্ত্রণে কোন প্রকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করেনাই।

জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অতি দরিদ্র মানুষগুলোর বেঁচে থাকার জন্য কর্মসুচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গঠিত ট্রাস্ট ফান্ডে বরাদ্দ না দেওয়ার কারণ হিসাবে আমাদের অর্থমন্ত্রী পরোক্ষভাবে এই দুর্নীতিকেই ইঙ্গিত করার চেষ্টা করেছেন যা খুবই দুঃখজনক এবং হতাশার বিষয়।

যোগাযোগ: সৈয়দ আমিনুল হক : ০১৭১৩৩২৮৮১৫
মোস্তফা কামাল আকন্দ: ০১৭১১৪৫৫৫৯১

আয়োজক সংগঠনসমূহ (বাংলা বর্ণক্রমানুসারে): ইক্যুইটিবিডি, ক্লিন, বাপা, বিপনেট-সিসিবিডি, সিডিপি, সিএসআরএল, সিসিডিএফ এবং সমাজ
সচিবালয়: ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩ (মেট্রো মেলোডি), রোড়: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭। ফোন: ৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ফ্যাক্স: ৯১২৯৩৯৫,
ইমেইল: info@equitybd.org, ওয়েব: www.equitybd.org